1

সূরা কাউসার সম্পর্কে শিয়া ও সুন্নী সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে বিশ্লেষণ

মোহাম্মাদ মিজানুর রহমা[1]

পূর্বকথা[2]

বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা মুফাসসিরগণ পবিত্র কোরআনের সূরা কাউসারের প্রথম আয়াতে

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾

বর্ণিত কাউসার শব্দের অর্থ ও উপমা প্রসঙ্গে নানাবিধ মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। অবশ্য সেগুলোর মধ্যে বেহেশতে ঝর্ণা, প্রস্রবণ, অফুরন্ত কল্যাণ প্রভৃতি অর্থসমূহ মনীষীগণের নিকট তুলনামূলক বেশি পরিচিত। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে এ অর্থগুলো যদি কাউসারের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করি, তবে সূরা কাউসার নাযিলের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে বর্ণিত শিয়া ও সুন্নী মাযহাবের রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে বড় ধরনের তারতম্য আমাদের চোখে পড়ে। অনেক তাফসিরবিদ এক্ষেত্রে বেহেশতে ঝর্ণা বা নদ বিষয়ক যে সব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে সনদের দিক থেকে দুর্বল হিসেবে অভিহিত করেছেন।

1 mizan2468@yahoo.com:

:2 প্রবন্ধটির প্রণেতা বিশিষ্ট গবেষক হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ডক্টর ইয়াকুব বাশাভী; পাকিস্তান।

উল্লেখ্য প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুর বিশেষ গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখে আমরা সেটিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রয়াস পেয়েছি।

অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ,মূল আয়াতের সাথে সংঘার্ষকি হাদীস ও রওেয়াত বর্ণনা, নাযলি সংক্রান্ত রওেয়ায়াতসমূহরে মধ্যে বপৈরত্যি প্রভৃতি এক্ষত্রেে উল্লখেযোগ্য। সুতরাং, এ ধরনরে মতামত ও দৃষ্টভিঙ্গী কখনোে সূরা কাউসার নাযলিরে বদ্যিমান বাস্তব অবস্থার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয় এবং এগুলোে কাউসাররে প্রকৃত অর্থ, উপমা ও দৃষ্টান্ত হতে পারনো। উপরন্তু এ সম্পর্কে অনকে মুফাসসরিরে বক্তব্য আলোচতি আয়াতরে সাথে কোন সম্পর্ক রাখনো। বরং এক্ষত্রেে তারা এক ধরনরে মশ্রিতি বর্ণনা নয়িে এসছেনে। এসব অভমিতগুলোর মাঝে কছিু অভমিত কাউসাররে পরকালীন দললি হসিবেে গ্রহণ করা যায়।

অনকে দললি ও সাক্ষ্য এটা প্রমাণ করে যে, কাউসাররে প্রকৃত অর্থ এবং নাযলিরে সময়রে প্রক্ষোপটি ববিচেনায় এ সূরার বর্ণতি কাউসার মূলত রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সন্তানগণ বা বংশধরকইে বুঝান হয়ছে। আর এই অভমিতরে দুটি বশিষে দকি রয়ছে –

ক –ধর্মীয় মূল্যবোধরে সংরক্ষণ ও অক্ষুন্নতা বজায় রাখা

খ –ধর্ম বরিোধী গোষ্ঠীগুলোকে ব্যর্থ করে দওেয়া

আবার কউে কউে কাউসাররে পরপূির্ণ উপমা হসিবেে নবী নন্দনী হযরত ফাতমিা যাহরাকে) আ (.বুঝয়িছেনে এবং বংশক্রমধারা অনুযায়ী বষিয়টি বশ্বিনবীর) সাঃ (পবত্রি আহলে বাইতরে ১১ জন মাসুম ইমামগণরে ক্ষত্রেে প্রযোজ্য হব।ে

শব্দমূল : আল্লাহ, কাউসার, শয়িা ও সুন্নী, তাফসীর, কোরআন

ভূমকিা

কাউসার সম্পর্কে বভিন্নি ফরেকাসমূহ বশিষেত শয়িা ও সুন্নী মাযহাবরের মধ্যে প্রচলতি অভমিতগুলোর মধ্যে অনকে অভমিতই এক প্রকার কোরআনরে উপর চাপয়িে দওেয়া ও মনগড়া ব্যাখ্যা বলে ববিচেতি হয়। কাউসার শব্দটি পবত্রি কুরআনরে বহুল অর্থবশিষ্টি ও উপমাসমৃদ্ধ শব্দগুলোর একটি, যে বষিয়ে শয়িা ও সুন্নী মাযহাবরে তাফসীরে ত্রশিটরিও অধকি অভমিত বর্ণতি হয়ছে। বশেরিভাগ অভমিতগুলো তাবয়েীগণ থকেে বর্ণতি হয়ছে। তাদরে সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদার

বষিয়টি অক্ষুন্ন রখেইে উল্লখে করা প্রয়োজন য ,জ্ঞানগত প্রমাণাদি ও বদি্যমান তথ্যসূত্ররে ভত্তিতিে তাদরে অভমিতগুলোর অকাট্যতার জন্য যথষ্টে নয়। এখানে একটি বষিয়রে প্রতি বশিষেভাবে গুরুত্বারোপ করা জরুরী, আর তা হচ্ছে পবত্রি কোরআনরে আয়াতরে তাফসরি বোঝার লক্ষ্যে আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলী ও বাক্যাবলীর অর্থ ও ব্যাখ্যার প্রতি গভীর ও সুক্ষভাবে মনোযোগ রাখতে হবে।

এখানে মূল প্রশ্ন হল, শয়িা ও সুন্নী মাযহাবরে শীর্ষ মুফাসসরিদরে দৃষ্টতিে কাউসাররে প্রকৃত অর্থ কি? আর আমাদরে বক্ষ্যমাণ গবষেণামূলক প্রবন্ধরে প্রকৃত উদ্দশ্যে হলো নাযলিরে সময়কার কাউসাররে প্রকৃত অর্থ, উপমা বা দৃষ্টান্ত উদঘাটন করা।

অত্র গবষেণাটি তনিটি বুদ্ধবিৃত্তকি ও জ্ঞানগত নয়িমরে উপর ভর করে সম্পাদতি হয়ছে ;যথা :আয়াত ও রওেয়ায়তেরে মূল ভাবধারা, নাযলিরে প্রক্ষোপট এবং হাদীসরে বশিুদ্ধতা নরিূপণে কোরআনকে মানদণ্ড হসিবে গ্রহণরে নয়িম।

এক -নহর বা ঝর্ণা

কাউসার এর অনকেগুলো অর্থরে মধ্যে একটি হল বহেশেতরে ঝর্ণা ; শয়িা ও সুন্নী মাযহাবরে কছিু কছিু মনীষী এ অর্থরে প্রতি বশিষেভাবে ইঙ্গতি করছেনে। সুন্নী মাযহাবরে সূত্রে বর্ণতি বভিন্নি রওেয়ায়তেে উল্লখে করা হয়ছে য ,হযরত আয়শাে) রা(., ইবনে আব্বাস) রা(., আনাস ইবনে মালকে)রা (.ও ইবনে ওমর) রা (.কছিু রওেয়ায়তে বর্ণনা করছেনে য, কাউসার বহেশেতরে একটি ঝির্ণা যা মহান আল্লাহ তার রাসূলকে) সাঃ (দান করছেনে।[1]

সহীহ বোখারীর রওেয়ায়তে)যা আহলে সুন্নাতরে অধকিাংশ মুফাসসরি ও মুহাদ্দসিগণরে বর্ণনা সম্বলতি (কাউসারকে মহান আল্লাহর পক্ষ থকেে তাঁর নবীর) সাঃ (জন্য অফুরন্ত কল্যাণ হসিবে উল্লখে করা হয়ছে। অতঃপর আবু বাশার ও সায়ীদ ইবনে জাবরেরে

1। ইবনে জারীর তাবারী প্রণীত তাফসীরে মোজমাউল বায়ান, খণ্ড ৩০, পৃ. ২০৭

বক্তব্য বর্ণনা করে তুলে ধরা হয়েছে যে, আবু বাশার কাউসারকে নহর বা ঝর্ণা অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন ;যা কোন কোন ব্যাক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত এবং সাঈদ কাউসারকে কল্যাণের প্রস্রবণধারা হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এক প্রকার আবু বাশারের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। সে দ্বিতীয় হাদীসকেও উপরোক্ত হাদিসের মতো হাউস বা জলরাশি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[1]

প্রথম রেওয়ায়তে কাউসারকে কল্যাণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে , যা মহান আল্লাহ তার প্রিয়নবীকে) সাঃ (দান করেছেন। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়তে কাউসারকে অফুরন্ত কল্যাণ বলেছেন যা মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবীকে) সাঃ (দান করেছেন। এ দু'টি রেওয়ায়তে কাউসার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তদানীন্তন (রেওয়ায়তে বর্ণনার) সময়ে মানুষ ভাবতো যে, কাউসার হলো বেহেশতের একটি ঝর্ণা এবং এ রেওয়ায়তে এ সম্পর্কে মহানবীর) সাঃ (বক্তব্যের প্রতি কোন প্রকার ইশারা বা ইঙ্গিত করা হয় নি। এছাড়া এখানে সূরা কাউসারের মূল ভাবার্থের প্রতিও কোন গুরুত্বারোপ করা হয় নি।

ইবনে আব্বাসের) রা (.বর্ণনা ও বাচনভঙ্গি থেকে বুঝা যায় যে, এটা ছিল তার ব্যক্তিগত ইজতিহাদ বা গবেষণার ফল। যদি এই বিষয়ে মহানবীর)সাঃ (থেকে কোন বাণী থাকত, তাহলে সেটা তিনি উল্লেখ করতেন। কারণ আবু বাশার বক্তব্যের আলোকে বুঝা যায় যে, এ ধরণের কল্পণাপ্রসূত ধারণা মানুষের মধ্যে বিরাজমান ছিল এবং ইবনে আব্বাসের) রা (.উচিত ছিল এহেন ধারণার অপনোদন করা। কিন্তু তা করা হয় নি।

তাবেয়ীদের যুগে কাউসারের অর্থ বলতে বেহেশতী ঝর্ণাকে বুঝান হত ; তখনকার সমাজে প্রচলিত একটি সম্ভব্য অর্থ এবং সেই সময়ে সকলের বিশ্বাস এমনটি ছিল না। বরং, এটা ছিল কতিপয় তাবেয়ীদের ধারণা। মজার বিষয় হলো) আবু বাশার (প্রশ্নকারী

1। ইসমাইল বোখারী প্রণীত সহীহ আল বোখারী, খণ্ড ৪, হাদীস নং ১৯০০

নিজেই ঝর্ণাকে কাউসারের অর্থ হিসেবে মানতেন না। যেভাবে তার বর্ণিত রেওয়ায়াতেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। সাঈদ ইবনে জাবিরও আবু বাশারের উত্তরে বলেছেন, বেহেশতের ঝর্ণা অফুরন্ত কল্যাণসমূহের একটি, আর সেটি কাউসারের প্রকৃত অর্থ নয়।

কাউসারকে বেহেশতের ঝর্ণার অর্থে সীমাবদ্ধ করা আয়াতের ভাবধারা, রেওয়ায়েতে, বুদ্ধি-বিবেচনা, পবিত্র কোরআনের অন্যান্য আয়াত এবং হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরুপণে কোরআনের সম্মুখে হাদীসের উপস্থাপন রীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, পবিত্র কোরআনে বেহেশতে মুত্তাকিদের জন্য অনেকগুলো ঝর্ণার কথা বলা হয়েছে।[1] যে কোরআন মানুষকে গভীর বুদ্ধি-বিবেচনার আহবান জানায়, এটা কিভাবে সম্ভব যে , সে কোরআন মহানবী) সাঃ (এবং ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনদের আরোপিত উপর্যপুরি অপবাদ ও ষড়যন্ত্রের জবাবে শুধুমাত্র আখেরাতে একটা ঝর্ণা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিকে যথেষ্ট মনে করবে এবং তাতে গর্ববোধ করবে!

হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরুপণে কোরআনের সম্মুখে হাদীসের উপস্থাপন রীতির সাথে এমন বিষয়টি মোটেও সামঞ্জস্যতা রাখে না।

সুতরাং এমনটি আদৌ যুক্তিসংগত নয় যে, প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ বেহেশতে শুধুমাত্র একটি ঝর্ণার প্রতিশ্রুতির কারণে মহানবীর) সাঃ (উপর এতো অনুকম্পার কথা বলবেন ;তাও আবার ভবিষ্যত প্রতিশ্রুতিটির বদলে। শুধু তাই নয় ,বিনিময়ে তার নিকট শুকরিয়া প্রকাশ নামাজ আদায় ও কুরবানী দানের ওয়াদা তার কাছ থেকে চাইবেন। কারণ, শুকর বা কৃতজ্ঞতার বিষয়টি নিয়ামত হস্তগত হওয়ার পরই আসে, না হস্তগত হওয়ার পূর্বে। যদি কোন নেয়ামত হস্তগত হয়, তারপর কৃতজ্ঞতার পালা আসে। এই সূরায় প্রথমে কাউসার দানের কথা বলা হয়েছে। তারপর অনতিবিলম্বে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্তে নামাজ আদায় ও কুরবানী করার কথা বলা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, কাউসার

1। এখানে সূরা মোহাম্মাদের ১৫ নং আয়াতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

এমন জনিসি যা ইতপিূর্বে আল্লাহর পক্ষ থকেে মহানবীকে) সাঃ (দয়ো হয়ছে।ে এমন নয় যে ভবষি্যতে দান করা হব।ে এই বষিয়টি ঝর্ণা প্রদানরে প্রতশি্রুতরি সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তাছাড়া বহেশেতরে ঝর্ণা সাথে রাসূলরে) সা (.সন্তানরে মৃত্যু কংিবা দুশমনদরে কটূ কথার কি সম্পর্ক রাখে? সূরা কাউসার নাযলিরে প্রক্ষোপটরে রওেয়ায়াতসমূহ মহানবীর) সাঃ (সন্তানরে মৃত্যু ও শত্রুদরে কটূ কথার প্রক্ষেতিে মহানবীকে) সাঃ (সান্ত্বনা দয়িে নাযলি হওয়ার যথষে্ট প্রমাণ বহন কর।ে শয়িা ও সুন্নী মাযহাবরে কছিু কছিু রওেয়ায়তে উল্লখে করা হয়ছে যে ,সূরা কাউসার নাযলিরে অন্যতম কারণ হসিবে দ্বীনরে ভবষি্য□ এবং এক্ষত্রেে উমাইয়া শাসকদরে নীল নকশা সম্পর্কে মহানবীর) সা (.স্বপ্নে দখোর পর তাকে আশ্বস্ত করার জন্য এ সূরাটি নাযলি হয়।[1]

রওেয়ায়াতসমূহে এমন ঝর্ণার অস্তত্বি সম্পর্কে পৃথবিীর আকাশ,ে নীলনদ ও ফোরাত নদীর তীর[2]ে, সপ্তম আকাশে এবং বহেশেতে আছ[3]ে বলে পরচিয় করয়িে দয়ো হয়ছে।ে এসব রওেয়ায়তে আনাস ইবনে মালকে থকেে বর্ণতি হয়ছে ,যা অবাঞ্চতি বষিয়বস্তুর বহনকারী ;যমেন-মরিাজরে রাতে মসজদিুল হারামে মহানবীর) সা (.হৃদয় উন্মোচন) সার্জারী(, পৃথবিীর আকাশে ফুরাত ,নীলনদ ও কাউসাররে অস্তত্বি। এসব রওেয়ায়তে ইসরাইলয়িাত তথা ইসলামরে শত্রু ও ইহুদচিক্র কর্তৃক কল্পতি হওয়ার সমূহ সম্ভবনা রয়ছে।ে কনেনা মহানবীর) সাঃ (মরোজরে সময় আনাস ইবনে মালকেরে জন্মই হয় নি ;কভিাবে সে সরাসরি মরোজরে ঘটনা বর্ণনা কর?ে মহানবীর) সাঃ (হজিরতরে সময় আনাস এর বয়স ছলি ৮/১০ বছর। আর

1। ইবনে জারীর তাবারী প্রণীত তাফসীরে মাজমাউল বায়ান, খণ্ড ৩০, পৃ. ১৬৭
2। ইসমাঈল বোখারী প্রণীত সহীহ আল বোখারী, খণ্ড ৬, হাদীস নং ২৭৩০
3। প্রগুক্ত, খণ্ড ৬, পৃ. ৪০২

মরোজরে ঘটনা নবুয়্যতরে দ্বতিীয় বছরে সংঘটতি।[1] তাছাড়া নীলনদ ও ফো·রাত নদী মশির ও ইরাকরে অবস্থতি, না পৃথবিীর আকাশে। সুতরাং এসব রওেয়ায়তে জাল ও বানো·য়াট হওয়ার ব্যাপারটি খুবই স্পষ্ট।

নহর বা ঝর্ণার রওেয়ায়তে সবচয়ে ভোবার বষিয় হল, এসব রওেয়ায়তে সংঘটতি ও সম্পাদতি ঘটনার পর্যবক্ষেক নয়। কাউসার সম্পর্কে দুটি প্রক্ষোপট বর্ণতি হয়ছে এবং দুটইি একে-অপররে সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর তা হলো- ইসলাম ও মহানবীর) সাঃ (রসিালাতরে সাথে উভয় গো·ষ্টরি)মুশরকি ও বনি উমাইয়ার(শত্রুতা কয়িামত অবধি বদ্যিমান থাকব। অপরদকিে মুশরকিরা একে অপরকে সুসংবাদ দতিো যে, মুহাম্মাদ নর্িবংশ)নাউজুবল্লিাহ (!এবং তার বদিায়রে পর তাঁর ধর্ম নি:চহ্নি হয়ে যাব, তার নর্িদশেনা বল্লিুপ্ত হয়ে যাব।[2]

এ কারণে মহানবী) সাঃ (দ্বীনরে বষিয়ে উদ্বগ্নি ছলিনে। সুতরাং, এটা কভিাবে যুক্তসিংগত হয় য, মহান আল্লাহ শত্রুদরে হাত থকেে ইসলামরে হফোজত ও বরিাজমানতা নয়িে তাঁর নবীর) সাঃ (উদ্বগ্নিতাকে একটা ঝর্ণা প্রদানরে প্রতশ্রিুতরি মাধ্যমে সান্ত্বনা দয়িে বলবনে য, তুমি দ্বীনরে বষিয়ে উদ্বগ্নি হয়ো না। কারণ, আমি তোমাকে বহেশেতে ঝর্ণা দান করব। ঝর্ণা কভিাবে মহানবীর) সাঃ (বষিন্নতা ও উদ্বগ্নিতা দূর করব? অবতীর্ণরে প্রক্ষোপট এটাই য, তা আয়াত বা সূরার অবতীর্ণরে ঘটনার পর্যবক্ষেক হব। যদি আয়াত বা সূরার মাঝে সংঘটতি ঘটনার প্রতি কোনো ইশারা না থাক, তাহলে তা অবতীর্ণরে কারণ বা প্রক্ষোপট হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এক্ষত্রেে এমন প্রশ্ন আসা স্বাভাবকি য, অবতীর্ণরে প্রক্ষোপটরে সাথে আয়াত বা সূরার সম্পৃক্ততা কি?

মহানবী) সাঃ (ইসলাম বা দ্বীন বল্লিুপ্ত হওয়ার ভয়ে উদ্বগ্নি ছলিনে। আর কাউসারকে এমন কছিু হতে হবে যা মহানবীর) সাঃ (উদ্বগ্নিতা দূর

1। আল্লামা তাবাতাবায়ী প্রণীত তাফসীরে আল মযিান, খণ্ড ১৩, পৃ. ৩৮

2। ইবনে জারীর তাবারী প্রণীত তাফসীরে মোজমাউল বায়ান, খণ্ড ১০, পৃ. ৮৩৮

করবে এবং দ্বীনরে ভবষি্যত নশি্চতি করব। কনি্তু এ নশি্চয়তা পরকালরে ঝর্ণা প্রদানরে মাধ্যমে প্রতষি্ঠা লাভ করে না। সুতরাং কাউসারকে এমন কছিু হতে হবে যা এই দুনয়িাতইে মহানবীর) সাঃ (দ্বীনরে জমি্মাদার হব।

শয়িা মাযহাবরে কছিু কছিু রওেয়ায়তেওে কাউসারকে ঝর্ণা হসিবে উল্লখে করা হয়ছে। এসব রওেয়ায়তেসমূহ মাসুস ইমামগণমের মধ্যে যমেন -ইমাম আলী ইবনে আবু তালবি, ইমাম জাফর সাদীক থকেে এবং সাহাবীদরে মধ্যে যমেন -ইবনে আব্বাস থকেে বর্ণতি হয়ছে। মরোজরে ব্যাখ্যা-বশি্লষেণ সংক্রান্ত ইমাম জা'ফর সাদীক্ব আলাইহসি সালামরে একটি দীর্ঘ হাদসিে কাউসারকে বাইতুল মামু'র এর নকিট অবস্থতি ঝর্ণা হসিবে উল্লখে করা হয়ছে। ইমাম আলী ইবনে আবু তালবি থকেওে বর্ণতি হয়ছে যাতে কাউসারকে বহেশেতি ঝর্ণা হসিবে পরচিয় করানো হয়ছে। কনি্তু এ রওেয়ায়তে গুলোতে সনদ ও টক্সেট) Text) এর দকি থকেে বড় ধরনরে সমস্যা রয়ছে।

বস্তুত এ রওেয়ায়তেগুলো আয়াতরে ভাবধারা, শানে নুযুল সংক্রান্ত রওেয়ায়তে, হাদীসরে বশিুদ্ধতা নরিূপণে কোরআনরে সম্মুখে হাদীসরে উপস্থাপন নীতধিারা, বুদ্ধি-ববিচেনা, কোরআনরে ব্যাখ্যা-বশি্লষেণরে সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে না। ইমাম আলী ইবনে আবু তালবি) আঃ (থকেে বর্ণতি রওেয়ায়াত এবং ইমাম জাফর সাদীকরে) আঃ (উদ্ধৃতি দয়িে বর্ণতি রওেয়ায়াতরে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ও তাতে বষিয়বস্তুগত দুর্বলতা রয়ছে। একজন ঝর্ণার অস্তত্বিরে কথা বায়তুল মামুর এ বলছেনে ;আর অন্যজনরে উদ্ধৃততিে বহেশেতরে নাম উল্লখে করা হয়ছে। ইবনে আব্বাসরে উদ্ধৃতি দয়িে বর্ণতি রওেয়ায়াতরে সনদ ও বষিয়বস্তুগত দুর্বলতা রয়ছে। ইবনে আব্বাস এমনভাবে বর্ণনা করছেনে য, যনে স নজিইে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হওয়া প্রত্যক্ষ করছে। যদওি স তো নজিে প্রত্যক্ষ করে না। স কভিাবে সূরা কাউসার নাযলিরে প্রত্যক্ষদর্শী হব? কভিাবে স সুরা কাউসার অবতীর্ণরে পরবর্তী ঘটনা সরাসরি বর্ণনা

করে? যখন ইবনে আব্বাস মাত্র দেড় বছর মহানবীর) সাঃ (সান্নিধ্যে ছিলেন এবং মহানবীর হিজরতের সময় তার বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। সূরা কাউসার নবুয়তের প্রথমদিকে অবতীর্ণ হয়েছে, তখন ইবনে আব্বাস পৃথিবীতেই আসেন নি। তবে যদি সে সূরা কাউসার নাজিলের কারণ কারো কাছে জেনে বা শুনে থাকেন এবং তা বর্ণনা করে থাকে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু স্পষ্টভাবে এমন কোনো প্রমাণাদি আমাদের হাতে নেই। অবশ্য একটি রিওয়ায়েত অনুসারে ইবনে আব্বাস কোরআনী ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞান রাখতো। আর এটা ছিল তার প্রতি মহানবীর) সাঃ (দোয়ার বরকতে। কিন্তু, এই বিষয়টি তখনই সঠিক বলে বিবেচিত হবে যখন তার সাথে রেওয়ায়েতের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হবে। তার সাথে রেওয়ায়েতের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র একটি অর্থে তা গ্রহণযোগ্য।

ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতে মিম্বারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে , অথচ সে সময়কার শ্বাসরুদ্ধকর ও অসহনীয় পরিস্থিতিতে মক্কাতে কোনো প্রকার মেম্বারের অস্তিত্ব আদৌ কল্পনা করা যায় না। তবে ইবনে কাসীর মদীনার জীবনে মেম্বারের উপস্থিতি ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এখন যেহেতু মুসলমানদের সমস্ত মাযহাবের মুফাসসিরগণ ও পণ্ডিতগণ সুরা কাউসারকে মক্কী সূরা বলে অভিহিত করেছেন এবং মক্কায় কোনো মেম্বার এর অস্তিত্ব ছিল না। সেহেতু রেওয়ায়েতে বর্ণিত মক্কায় মিম্বারের অস্তিত্ব উক্ত রেওয়ায়েত জাল হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে। অপরপক্ষে সূরা কাউসার মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে।[1]

ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত রেওয়ায়াতে সনদগত সমস্যাও রয়েছে ;সে একটি রেওয়ায়াতে ঝর্ণা এবং অন্য রেওয়ায়েতে কল্যাণ বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে জারীরও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণনার পর বেহেশতের ঝর্ণাকে কাউসারের প্রথম অর্থ হিসেবে উল্লেখ করেছেন

1। আহমাদ কুরতুবী প্রণীত আল জামে ফী আহকামুল কোরআন, খণ্ড ২১, পৃ. ২১৬

এবং এর দলিল হিসেবে মহানবী (সাঃ) থেকে বর্ণিত কিছু হাদীস উপস্থাপন করেছেন।[1] ইবনে জারীর এবং তার মতো অন্যরা উল্লেখিত রেওয়ায়াতসমূহকে সনদ ও বিষয়বস্তুগত কোন যাচাই-বাছাই ছাড়াই গ্রহণ করেছেন[2], আর এমনটি তাফসিরের ক্ষেত্রে অনেক বড় ভুল এবং অগ্রহণযোগ্য। আবার আহলে সুন্নাতের কিছু মুফাসসির ঝর্ণা'র জায়গায় কাউসারের প্রকৃত অর্থ হিসেবে হাউজকে প্রসিদ্ধ ও মুতাওয়াতির বলে উল্লেখ করেছেন।[3]

শিয়া ও সুন্নী মাযহাবের সূত্রে বর্ণিত এ ধরনের রেওয়ায়াতগুলো সহীহ হিসেবে ধরে নেওয়া হলে কাউসার হবে একটি ঝর্ণা যার অবস্থান পরকালে, না দুনিয়াতে। আর এমনটি কেবল ইঙ্গিতসূচক ও ব্যাখ্যামূলক বিষয়ে সীমাবদ্ধ ,না মূল আয়াতের মূল তাফসীরে। কারণ পবিত্র কোরআন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ,তাফসির ও তাবীল তথা ইঙ্গিতসূচক ব্যাখ্যা, মুহকাম) অক্ষিট্য ও সুদৃঢ় (ও মুতাশাবিহাত) রূপক (প্রভৃতি আয়াতসমূহের সমন্বয়ে সন্নিবিশেতি।

বস্তুত:পক্ষে শানে নুযুলের প্রেক্ষাপটে কাউসারের প্রকৃত অর্থ বা উপমা যাই হোক সেটাকে অবশ্যই দুটি বিশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে-

১- কাউসারকে অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের অক্ষুন্নতা ও স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দানকারী হতে হবে।

২- শত্রুদের ষড়যন্ত্রের নস্যাত ও মূলোচ্ছেদকারী হতে হবে।

অথচ বাস্তবিক অর্থে বেহেশতী ঝর্ণার এ বৈশিষ্ট্য দু'টির কোনটিও নেই। অবশ্য কিছু রেওয়ায়াতে বেহেশতী ঝর্ণার ও হাউজের মাঝে এক ধরনের সম্পর্ক দেখা যায়। কিন্তু সেটা অন্য বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতসূচক

1। ইবনে জারীর তাবারী প্রণীত তাফসীরে মাজমাউল বায়ান, খণ্ড ৩০, পৃ. ২০৮
2। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
3। ফাখরুদ্দীন রাজী প্রণীত তাফসীরে কাবীর, খণ্ড ৩২ পৃ. ৩১৩

হতে পারে।

সুন্নী মাযহাবের কিছু আলেমে কাউসারের প্রকৃত অর্থ হিসেবে বেহেশতী ঝর্ণাকে উল্লেখ করেছেন।[1] কিন্তু এই অভিমতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এমন রেওয়ায়াত সহীহ হিসেবে গ্রহণ করা হলে বেহেশতী ঝর্ণা হবে কাউসারের পরকালীন অর্থসমূহের একটি, এমনটি নয় যে কাউসার এর অর্থই ঝর্ণা। অনুরূপভাবে তা পার্থিব কোন অর্থে হতে পারবে না। কিছু মুফাসসির কাউসারের অর্থ ও উপমা এবং ইঙ্গিতসূচক ব্যাখ্যা ও তাফসীরের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে, যা এ বিষয়টিকে আরও জটিলতা করেছে।

দুই- হাউজ

কাউসারের অপর একটি অর্থ হিসেবে কিয়ামতে হাউজের কথাও বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ হযরত আনাস ও আত্বা থেকে এমন অর্থ বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাসের রেওয়ায়াতে একই সময়ে কাউসারের অর্থ হিসেবে ঝর্ণা ও হাউজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[2] তাফসীরে কাবীরের প্রণেতা ফাখরুদ্দীন রাজী কাউসারের অর্থ হাউজ সম্পর্কে বলেছেন, কাউসার সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিমতটি হচ্ছে- কাউসার হলো হাউজ এবং এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতে রয়েছে।

প্রথম অভিমতটি) ঝর্ণা (ও এই অভিমতের সমন্বিত অর্থ হলো, ঝর্ণা হাউজে পৌছায় বা ঝর্ণাসমূহ হাউজ থেকে প্রবাহিত হয়। বলা হয় যে, হাউজ ঝর্ণার উ□স।[3] তাফসিরে তিবইয়ানের প্রণেতা হযরত আত্বা হতে বর্ণিত রেওয়ায়াতকে এনেছেন) সেখানে কাউসারের অর্থ হিসেবে হাউজকে উল্লেখ করা হয়েছে ,আবার কেউ কেউ কাউসারের অর্থ হিসেবে হাউজকে মুতাওয়াতির সূত্রে দাবি করেছেন।

1। মুহাম্মাদ তাহেরুল কাদরী প্রণীত মায়ারফুল কাউসার ,পৃ .১৫

2। আহমাদ কুরতুবী প্রণীত তাফসীরে আল জামে ফী আহকামুল কোরআন খণ্ড ২১, পৃ. ২১৭।

3। ফাখরুদ্দীন রাজী প্রণীত তাফসীরে কাবীর, খণ্ড ৩২, পৃ. ৩১৩।

মূলত: কাউসারকে হাউজ হিসেবে বর্ণনাকারী রেওয়ায়াতসমূহ তাভিলি বা ব্যাখ্যাসূচকভাবে এসেছে। আর একটি আয়াতের কয়েকটি তাভিলি বা ব্যাখ্যা থাকতে পারে। যেমনভাবে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের প্রাসঙ্গিক ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

কাউসার পরকালে মহানবী) সাঃ (ও আল্লাহর ওলীদের সাথে মিলিত হওয়ার স্থান এবং তাঁদের মাধ্যমে মানুষের পিপাসা মিটানো হবে। অপরপক্ষে কাউসার হবে কাফির, মুশরিক, বিপথগামী ও মুনাফিকদের সাথে মহানবীর) সাঃ (চীর বিচ্ছেদ ও পৃথক তৈরি হওয়ার স্থান। সেই সাথে তাদের কাউসারের মাধ্যমে তৃষ্ণা নিবারণ থেকে বঞ্চিত হওয়া ও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হবে। আর তাই আহলে সুন্নাতের বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থাবলী ,তাফসির ও রেওয়ায়াতি গ্রন্থসমূহে শত শত রেওয়ায়েত এসেছে যে, কিয়ামতের দিন কিছু ব্যক্তি হাউজে প্রবেশের সময় বাঁধার সম্মুখীন হবে। ইমাম বোখারী এ ব্যাপারে কতিপয় রেওয়ায়েত নিয়ে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ মহানবীর) সাঃ (উদ্ধৃতি দিয়ে সহীহ বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে ,

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত; তিনি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন: আমি হাউজে কাউসারে তোমাদের অগ্রগামী প্রতিনিধি। তোমাদের মধ্যকার কিছু ব্যক্তিকে আমার সম্মুখে হাজির করা হবে। অত:পর তাদেরকে আমার নিকট থেকে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তখন বলব, হে আমার প্রতিপালক: এরা তো আমার সাহাবী। আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে এরা কত নতুন কাজ করেছে।[1]

একই বিষয়বস্তুর অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে,

«يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه فأقول يا رب أصحابي ؟ فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى»

1 । ইসমাইল বোখারী প্রণীত সহীহ আল বোখারী, খণ্ড ৬, হাদীস নং ৬১১৯ (কিতাবুল কাউসার অধ্যায় থেকে)

তোমাদের মধ্যকার কিছু ব্যক্তিকে হাউজে কাউসারে আমার সম্মুখে হাজির করা হবে। অত:পর তাদেরকে আমার নিকট সরিয়ে দেয়া হবে। আমি তখন বলব, হে আমার প্রতিপালক: এরা তো আমার সাহাবী। আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে এরা কত নতুন কাজ করেছে। এরা বিচ্যুতির শিকার হয়েছিল।[1]

এ সম্পর্কে বর্ণিত রেওয়ায়াতগুলোর অধিকাংশ মুতাওয়াতির এবং হাশরের ময়দানে হাউজে কাউসারের এ দৃশ্য সম্পর্কে প্রায় সকলেই অভিন্ন কথা বলেছেন এবং এক্ষেত্রে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন নি।

হাউজের নিকটবর্তী হওয়ায় হবার একমাত্র পথ হচ্ছে বক্তব্য ও আমলগত দিক থেকে কোরআন ও আহলে বাইতকে আঁকড়ে ধরা, যা হাউজ পর্যন্ত একে-অপরের সাথে অবস্থান করবে। এ সব রেওয়ায়াতে কোরআন ও ইতরাতকে আঁকড়ে ধরে রাখার মাধ্যমে গোমারহি ও বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকার উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে কোরআন ও ইতরাতে আহলে বাইত হাউজের নিকটবর্তী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পরস্পর থেকে পৃথক হবে না বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত অর্থে হাউজে কাউসার রেসোলাতের বন্ধু ও শত্রুদের প্রবেশ ও পরিচিতির জায়গা এবং শিয়া ও সুন্নী উভয় মাযহাবের রেওয়ায়াতগুলোতে এ বিষয়টির উপর অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু রেওয়ায়েতে আলী ইবনে আবু তালিবকে) আ (.হাউজে কাউসারের দায়িত্বশীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি দ্বীনের শত্রুদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করবেন। সেই হাউজের উ□সও আলী ইবনে আবু তালিব) আঃ (এর ঘর।

ইমাম আলী ইবনে আবু তালেবও) আঃ (একটি দীর্ঘ হাদীসে হাউজের গুণাগুণ বর্ণনা করার পর সেটাকে কাউসার হিসেবে পরিচিয় করিয়েছেন।[2]

আহলে সুন্নাতের কিছু আলেমে কাউসারের অর্থ হিসেবে হাউজকে একটি খণ্ডনযোগ্য অভিমত বলে মনে করেছেন ;তারা উল্লেখ করেন- যদি

1। প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬, হাদীস নং ৬১২১।
2। উসূলে কাফী, খণ্ড ২, পৃ. ৬২৪।

কাউসার বলতে হাউজে কাউসারকে ধরে নিই, তাহলে এটা আবশ্যক হয়ে পরবে যে, মহানবীকে) সাঃ (বেহেশেতরে একটি খণ্ডাংশ দান করা হয়েছে। আর এটা কিভাবে সম্ভব! কেননা পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় যে কেউ মহান আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাঁকে দুটি বেহেশেতরে ওয়াদা দিয়েছেন। কোরআনের ভাষায়,

﴿وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتان﴾

আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের মর্যাদাকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত।[1]

এটা কতটা আশ্চর্যজনক কথা যে, যদি কোন ব্যক্তি সাধারণ উম্মত হয়, তাহলে তাকে দুইটি বেহেশেত দেওয়া হবে। অথচ যদি যিনি সমস্ত মানুষ এমনকি নবী-রাসূলদেরও মধ্যমণি ,তাকে মাত্র বেহেশেতরে খণ্ডাংশ দেওয়া হবে? এখানে মোহাল্লে ইহসান এবং যখন কাউকে উপকার করার পর তাকে সে উপকারের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তার অর্থ এই যে ইতিপূর্বে কাউকেই তেমন উপকার করা হয় নি। কিন্তু, এখানে বিষয়টা ভিন্ন। এক দিকে বলা হচ্ছে সাধারণ উম্মতকে দুইটি বেহেশেত দেওয়া হবে। অন্য দিকে বলা হচ্ছে মহানবীকে) সাঃ (বেহেশেতরে খণ্ডাংশ দেওয়া হবে। সুতরাং এমনটি কখন যুক্তিসংগত হতে পারে না।

কিছু রেওয়ায়তে কাউসারকে ঝর্ণা ও হাউজ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও কাউসার এর অর্থকে এই দুটি অর্থে) ঝর্ণা ও হাউজ (সীমাবদ্ধ করা সঠিক নয়। যেমনিভাবে উপরোক্ত রেওয়ায়তে হাউজকে কাউসার উল্লেখে করা হয়েছে। তবে সূরা কাউসারে এমন কোন কথা আসে নি। কাউসার হাউজ বা ঝর্ণা হওয়াতে বা উভয়টি হওয়াতে কাউসারের অর্থকে সীমাবদ্ধ হওয়ার দলিল হতে পারে না। হাউজ বা ঝর্ণাকে পরকালীন কাউসারের অর্থ বা উপমা সমূহের একটি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের আলোচনার বিষয় হলো নাযিলের সময় সূরা কাউসার এর প্রকৃত অর্থ বা উপমা কি ছিল? যার জন্য মহানবীর) সাঃ (

1। সূরা আর রহমান, আয়াত নং ৪৬।

উপর দুটি আমল ওয়াজবি হয়েছে এবং কাউসার প্রদানের মাধ্যমে শত্রুরা কিয়ামত পর্যন্ত নির্বংশ হয়েছে। কেননা, আয়াত দুনিয়াতেই কাউসার প্রদানের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে। এ কারণেই মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবীকে) সাঃ (দ্রুত দুটি আমল শুকরানা নামাজ ও কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দুটি আমলই শুকর বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় ,আর শুকর সবসময় নিয়ামত লাভের পরই প্রকাশ করা হয়। হাউজ বা ঝর্ণা পরকালে নবীকে) সাঃ (দেওয়া হবে। আর তাই, নেয়ামত লাভের পূর্বে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আদৌ যুক্তিসংগত নয়।

তিন -অফুরন্ত নিয়ামত

কিছু তাফসীরে কাউসারের অর্থ ও দলিল সম্পর্কে মিশ্রিত আলোচনায় এসেছে। এই মিশ্রণ সেটার প্রকৃত ভাব অনুধাবনে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শিয়া ও সুন্নী তথ্যসূত্রে কাউসার এর অর্থগুলোর মধ্যে অফুরন্ত কল্যাণ উল্লেখে করা হয়েছে এবং কিছু কিছু রেওয়ায়াত থেকে একই অর্থ দেয়া হয়েছে। আহলে সুন্নাতের অনেকে মুফাসসির এ সম্পর্কে সহী বোখারীতে বর্ণিত রেওয়ায়েতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যে, সেগুলোতে ইবনে আব্বাস কাউসারের অর্থ হিসেবে অফুরন্ত কল্যাণ বলে উল্লেখে করেছেন, যা মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে) সাঃ (দান করেছেন।

অধিকাংশ মানুষ বেহেশতী ঝর্ণাকে কাউসার হিসেবে জানেন, আবু বাশারের এই অভিমতের উত্তরে সাঈদ ইবনে জোবের বলেছেন,

«النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه»

এ রেওয়ায়েতে কাউসার এর অর্থ করা হয় নি। বরং কাউসারকে পরিচয় করানো হয়েছে যে, কাউসার এমন কল্যাণ যা মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবীকে) সাঃ (দান করেছেন। অতঃপর বেহেশতী ঝর্ণাকে এই কল্যাণ সমূহের একটি বলেছেন।[1] বুখারীর অপর একটি রেওয়ায়েতে হাউজ সম্পর্কে কাছির) অতিশয় (শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস বলেছেন,

1। ইসমাইল বোখারী প্রণীত সহীহ আল বোখারী, খণ্ড 8, হাদীস নং ১৯০০।

«الكوثر، الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه»

অতঃপর, পূর্বরে রওেয়ায়তেরে মতো·ই এ সম্পর্কে সাঈদ ইবনে জাবরেকে আবু বাশাররে বক্তব্য পুনরাবৃত্তি হয়ছে এবং তার উত্তরও পূর্বরে মতো·ই এসছে। প্রথম রওেয়ায়তে কাউসার এর অর্থ হসিবে কল্যাণ, আর দ্বতিীয় রওেয়ায়তে অফুরন্ত কল্যাণ উল্লখে করা হয়ছে যা মহান আল্লাহ তাঁর প্রয়িনবীকে) সাঃ (দান করছেনে।[1]

এ দুটি রওেয়ায়তে যে বষিয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ঐ সময়ে কছিু মানুষ চন্িতা করত য,ে কাউসার হচ্ছে বহেশেতে একটি ঝর্ণা, না রওেয়ায়াত থকেে বুঝছে। এই দুটি রওেয়ায়তে মহানবীর) সাঃ (বক্তব্য সম্পর্কে কো·নো প্রকার ইশারা-ইঙ্গতি করা হয় না। ইবনে আব্বাসরে কথা বলার ধরন থকেে বুঝা যায় য,ে এটা ছলি তার ব্যক্তগিত ইজতহিাদ বা গবষেণা। অন্যথায়, মহানবীর) সাঃ (প্রতি সম্পর্কতি করতো·। স্পষ্ট ভাবে এমন কো·নো সম্পর্ক দখো যায় না ইবনে আব্বাসরে সাথে সম্পর্কতি রওেয়ায়াত বশি্লষেণরে পর বুঝা যায় য,ে সে কাউসার সম্পর্কে তাফসীরী বয়ান করছে এবং তার উদ্দশ্যে ছলি কাউসার এর তাফসীরী বয়ান করা, কাউসাররে অর্থ বর্ণনা করা নয়।

ইবনে আব্বাস কাউসারকে অফুরন্ত কল্যাণ অর্থে তাফসীর করছেনে। অনুরূপভাবে এই দুটি রওেয়ায়াত থকেে এটা স্পষ্ট য,ে তাবঈেনদরে যুগে কাউসাররে অর্থ হসিবে বহেশেতী ঝর্ণা ছলি সইে সময়রে কছিু মানুষরে চন্িতাগত একটি সম্ভব্য বষিয়। এই বশি্বাস বা আকদিা সইে সময়রে সকল মানুষরে বশি্বাস ও আকদিা ছলি না। বরং কতপিয় তাবয়েীদরে ধারণা ছলি এটা। এমনকি প্রশ্নকারী নজিইে) আবু বাশার (কাউসার এর অর্থ হসিবে ঝর্ণাকে স্বীকার করনে না।

যমেনভিাবে এই রওেয়ায়াত থকেে স্পষ্ট হয় য,ে إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة।সাঈদ ইবনে জাবরে আবু বাশার এর উত্তরে বলছে,ে বহেশেতী ঝর্ণা কল্যাণ সমূহরে একটি, কাউসার এর অর্থ নয়। এই বষিয়টি কাউসার এর

1। ইসমাইল বো·খারী প্রণীত সহীহ আল বো·খারী, খণ্ড ৫, হাদীস নং ২৪০৫।

অর্থ বুঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সাঈদ ইবনে জাবের নিজেই ইজতিহাদ ও তাফসীরী বয়ান করেছে এবং নিজের পক্ষ থেকে বেহেশতী ঝর্ণাকে কল্যাণ সমূহের একটি বলেছে। কিন্তু এই বক্তব্যটি মহানবীর)সাঃ (সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। এই রেওয়ায়েতে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটো হলো, এই কথোপকথন দুইজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও তাবেয়ীদের মাঝে হয়েছে। একজন কাউসার এর অর্থ হিসেবে বেহেশতে ঝর্ণাকে কতিপয় এর সাথে সম্পৃক্ত করেছে যে, তারা বিশ্বাস করতো যে কাউসার একটি বেহেশতের ঝর্ণা। দ্বিতীয়জন সাঈদ ইবনে) আবু বাশার (এর জবাবে ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে الخير الذي أعطاه الله إياه এই বাক্যটি হুবহু উল্লেখ করেছে এবং ঝর্ণাকে কাউসার এর দলিল হিসেবে মনে করে না। বরং, কল্যাণ এর অর্থ হিসেবে পরিচয় করিয়েছে।

এই রেওয়ায়াতটি শীয়া তাফসীরে ক্বিল (قيل)বা বাহাস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য শিয়া মুফাসসিরগণের একটি অংশ যেমন :আল্লামা তাবারসি, কাউসার সম্পর্কে অফুরন্ত কল্যাণ এর অর্থ গ্রহণ করেছেন। আহলে সুন্নাতের কিছু রেওয়ায়েতে কাউসারের অর্থ হিসেবে বেহেশতী ঝর্ণার এর জায়গায় অফুরন্ত কল্যাণ এর উপস্থিতি সম্পর্কে কথা এসেছে।এই রেওয়ায়েতে সূরা কাউসার এর নাজিলের স্থান হিসেবে মদিনাকে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, রেওয়ায়েতে মসজিদ বলতে মদিনার মসজিদে নববীকে বুঝানো হয়। সূরা কাউসার এর শানে নুযুল হিসেবে কতিপয় সাহাবীর উপস্থিতিতে মহানবীর) সাঃ (স্বপ্ন বা ঘুমকে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ এই রেওয়ায়েতে কে সূরা কাউসার মাদানী হওয়ার দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই রেওয়ায়েতটি সামান্য শব্দগত পার্থক্য নিয়ে শীয়া সূত্রসমূহেও এসেছে। আনাসের এই রেওয়ায়েতের বিপরীতে আরেকটি রেওয়ায়েতে আনাস থেকেই বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আহলে বাইত ও কাউসার এর মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা ও সম্পৃক্ততার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া অতীব জরুরি যে, সূরা কাউসার মাক্কী সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা বে'সাতের) রাসূলের নবুয়্যাত ঘোষণার (প্রথমদিকে নাযিল হয়েছে এবং সেই প্রথম সময়ে মহান আল্লাহ কতিপয় বিদ'আতীদের

সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, যারা মহানবীর) সাঃ (ওফাতের অপেক্ষা করছিল। আর এ খবরটি ছিল পবিত্র কোরআনের মুজিযা সমূহের একটি।

আপাতত দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, অফুরন্ত কল্যাণ অর্থটি কাউসার এর জন্য যুক্তিযুক্ত নয়। যদি কাউসার এর অর্থ হিসেবে অফুরন্ত কল্যাণ গ্রহণ করা হয়, তাহলে কাউসার এর প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট বা নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর হবে না। বরং যা কিছু কল্যাণকর তাই কাউসার বলে বিবেচিত হবে। আর এটা সূরা কাউসারের শানে-নুযুল এবং এ সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত বর্ণিত রেওয়ায়তের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই অভিমতটি গ্রহণ করা হলে (الكوثر) আল কাউসার শব্দের শুরুতে আলিফ ও লাম অক্ষরদ্বয়ের মাধ্যমে এ শব্দটি বিশেষ শ্রেণীর অর্থ বহন করবে। এমতাবস্থায় কাউসারের অর্থ হবে বেহেশতের ঝর্ণাসমূহের মধ্যে অন্যতম। অনুরূপভাবে নবুওয়াত, কোরআন, ইসলাম ও অন্যান্য সেই কল্যাণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এটা কাউসার এর প্রকৃত অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সঠিক নয়।

সূরা কাউসারে উল্লেখিত আল-কাউসার (الكوثر) শব্দটি একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। যেমন -রাজুল (رجل) শব্দটি অনির্দিষ্ট অর্থে ও সর্বসাধারণকে বুঝায়। কিন্তু আর-রাজুল (الرجل) শব্দটি একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন -হাযা আর-রাজুল (هذا الرجل)। অনুরূপভাবে আল-কাউসার এর অর্থ হবে হাযা আল-কাউসার (هذا الكوثر)এভাবে। আর তা হবে দুনিয়ার জীবন ও সকল কল্যাণের উ□স।

কাউসার ফাউয়াল (فوعل) এর স্থলে বিশালতার শান ও মানের অর্থ বহন করে। এমন নয় যে বিশালতার অর্থগুলোর প্রতি নির্দেশ করে। এই দুই বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অফুরন্ত কল্যাণ অনেক অর্থ বহন করে। তবে শান ও মানের বিশালতা শুধুমাত্র একটি অর্থ বহন করে। কিন্তু সেই অর্থ অনেক অসাধারণ বিষয়ের ধারণ ক্ষমতা রাখে, যার অস্তিত্ব থেকে হাজারো কল্যাণ বিচ্ছুরিত হয়। আর এই অর্থ ও অস্তিত্ব কাউসার এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। কাউসার এর জন্য অফুরন্ত কল্যাণের অর্থটি

সমস্যার নরিসন করে না। কারণ পবত্রি কুরআনে অফুরন্ত কল্যাণরে কতপিয় অর্থ ও অস্তত্বি সম্পর্কে বর্ণনা এসছে। যমেন -হকেমাত শব্দটি অফুরন্ত কল্যাণরে অর্থসমূহরে একটি যা নবীদরে ছাড়া অন্যদরেও সাথওে সম্পৃক্ত হয়ছে।

মহানবীকে) সাঃ (প্ররেণরে উদ্দশ্যেই হলো হকেমাত বা প্রজ্ঞার শক্ষিাদান। আর তাই, কাউসারকে অবশ্যই অফুরন্ত কল্যাণ ব্যতীত অন্য কছিু হতে হবে। অন্যথায় সূরাতে মহান আল্লাহ কর্তৃক নয়োমতরে কথা স্মরণ করয়িে দয়িে শুকরানার নামাজ ও বশিষে কুরবানী করার নর্িদশে অফুরন্ত কল্যাণরে সাথে কোন সামঞ্জস্যতা রাখে না।

যদি কাউসার বলতে শুধু অফুরন্ত কল্যাণ হয়ে থাকে, তাহলে তাতে মহানবীর) সাঃ (বশিষে বশৈষ্ট্যি কি? অথচ কোরআনে সাধারণ মু'মনিদরেকওে অফুরন্ত কল্যাণ দান সম্পর্কে অবগত করা হয়ছে। অনুরূপভাবে অবশ্যই এটা জানতে হবে যে, কাছরি শব্দটি বহুবচন অর্থে নয়। বরং এ শব্দটি কোন কছিুর আধক্যিতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর كثير বা কাসরি) আধক্যি (শব্দটি قليل বা কালীল) স্বল্প (এর বপিরীত। এ বষিয়টরি প্রতি অবশ্যই মনোযোগ রাখতে হবে যে, তাফসীররে ক্ষত্রেে কোন একটি কোরআনী শব্দরে অর্থ উদঘাটন করার জন্য শুধুমাত্র উক্ত শব্দরে শব্দগত অর্থ প্রকৃত মাপকাঠি নয়। যদওি কোন একটি শব্দ শাব্দকি দকি থকেে একাধকি অর্থ রাখতে পার। তবে পবত্রি কোরআনে এগুলোর কোনটইি উদ্দশ্যে করা হয় না।

উদাহরণস্বরূপ امت। উম্মাত শব্দটি শাব্দকি দকি থকেে উদ্দশ্যে অর্থে ব্যবহৃত হয়ছে।[1] তবে পবত্রি কুরআনে শব্দটরি জন্য একাধকি অর্থ উল্লখে করা হয়ছে। যমেন :পথপ্রদর্শকগণ[2] জাতি[3], ব্যক্তি[4],

1। হাসান মুস্তাফাভী প্রণীত আত তাহককি ফী কালামাতুল কোরআনুল কারীম, খণ্ড ১ম, পৃ. ১৩৬।

2। সূরা বাকারা, আয়াত নং ১২৮।

3। প্রগুক্ত, আয়াত নং ২১৩।

গোষ্ঠী[2], কাল[3], দ্বীন[4] ইত্যাদি। এসব অর্থের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এটা যুক্তিযুক্ত হবে না যে ,পবিত্র কুরআনের যেখানেই امت শব্দটি দেখবো শাব্দিক অর্থের দিক থেকে সেটাকে উদ্দেশ্যে অর্থ হিসেবে মনে করব। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের একাধিক শব্দ রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করার জন্য উক্ত শব্দের সাথে সম্পৃক্ত ইশারা-ইঙ্গিতকেও বিচার-বিবেচনা করা জরুরী। এ মূলনীতিটি এ ধরনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তাই আল-কাউসার শব্দটিও এই মূলনীতির ব্যতিক্রম নয়। আল-কাউসার শব্দটি একাধিক ইশারা-ইঙ্গিতের ভিত্তিতে হযরত ফাতিমাকে) আঃ (প্রকৃত অর্থ হিসেবে নির্দেশ করে।

আপাতত দৃষ্টিতে এমনটি মনে হয় যে, কাউসার এর অর্থ হিসেবে অফুরন্ত কল্যাণ সম্পর্কে কিছু কিছু শীয়া ও সুন্নি মুফাসসিরদের অভিমত সঠিক নয়। কারণ کثیر শব্দের একটি নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে কোনো জায়গাতেই کثیر শব্দটি আলিফ লাম(الکثیر) যোগে আসে নি। আর کوثرশব্দটি আলিফ লাম (الکوثر) যোগে এসেছে। সুতরাং, কাউসারকে کثیر বা কল্যাণ অর্থ গ্রহণ করার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা কি? রেওয়ায়েতে গুলোতে কিছু কিছু জায়গায় خیر বা কল্যাণ শব্দটি আলাদাভাবে এসেছে। এ দুটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে স্বতন্ত্র শব্দ এবং প্রত্যেকেটির স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে। خیر শব্দটি কোন অবস্থাতে کثیر শব্দ নয়। আবার کثیرশব্দের অর্থ خیر নয়। যদি আল-কাউসার (الکوثر) অর্থ আল খাইরুল কাছির (الخیر الکثیر) হবে, তাহলে কেন (الکوثر) এর জায়গায়

1। সূরা নাহল, আয়াত নং ১২০।
2। সূরা আরাফ, আয়াত নং ৩৪।
3। সূরা হুদ, আয়াত নং ৮।
4। সূরা জুখরুফ, আয়াত নং ২২।

(الخير الكثير)ব্যবহার করা হয় না? প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহর বাণী হেকমাত ও প্রজ্ঞাহীন নয়। কাউসার শব্দের উচ্চতা ও ধারণ ক্ষমতা خير كثير বা অফুরন্ত কল্যাণ এর চেয়ে অনেক বেশি।

চার- মহানবীর) সাঃ (সন্তানাদি

শীয়া মাযহাবের শীর্ষ মুফাসসিরগণ ঐকমতের সাথে বিশেষভাবে মহানবীর) সাঃ (সন্তানগণ তথা ফাতিমা যাহরা) আঃ (ও তাঁর এগারজন মাসুম সন্তানকে কাউসার এর প্রকৃত অর্থ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যদিও কতিপয় শীয়া মুফাসসির কাউসারের অর্থ হিসেবে অন্যান্য অর্থও উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে আহলে সুন্নাতের কতিপয় মুফাসসির কাউসারের অর্থ হিসেবে হযরত ফাতিমা যাহরা) আঃ (ও তাঁর গর্ভজাত মহানবীর) সাঃ (বংশধারায় সন্তানদিকে উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে কতিপয় হযরত ফাতিমা যাহারা) আঃ (কে কাউসারের অর্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে দুটি গোষ্ঠীর উদয় হয়েছে। একটি গোষ্ঠী সরাসরি বিবি ফাতিমা যাহরা) আঃ (এর নাম উল্লেখ করেছে। অন্য গোষ্ঠীটি মহানবীর) সাঃ (সন্তানগণ বা কন্যা সন্তান শব্দের উল্লেখকে যথেষ্ট মনে করেছে।

ফখরুদ্দীন রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সূরা কাউসারের তাফসীরে কাউসারের অর্থ হিসেবে মহানবীর) সাঃ (সন্তানগণকে উল্লেখ করেছেন। তিনি নাযিলের প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত রেওয়ায়াতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, সূরা কাউসার তাদের বিরুদ্ধে নাজিল হয়েছে, যারা মহানবীর) সাঃ (সন্তানহীনতাকে একটি ত্রুটি হিসেবে দেখেতো। সুতরাং, সূরা কাউসার এর অর্থ এই যে, মহান প্রভু তাঁর প্রিয় নবীকে) সাঃ (এমন সন্তান দান করবেন যার মাধ্যমে তাঁর বংশধারা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। দেখুন মহানবীর) সাঃ (বংশধর থেকে কত সংখ্যক শাহাদাত বরণ করেছেন !তারপরও পৃথিবী মহানবীর) সাঃ (সন্তানে পরিপূর্ণ

এবং এক্ষত্রে উমাইয়াদরে বংশধারা মহানবীর) সাঃ (বংশরে সাথে তুলনা যোগ্য নয়। দখেুন, কভিাবে মহানবীর) সাঃ (সন্তানদরে থকেে যমেন; ইমাম মুহাম্মদ বাকরে) আ(:, ইমাম জাফর সাদকে) আঃ(, ইমাম মুসা কাজমে) আ(:, ইমাম আলী রযো) আ (:ছাড়াও অন্যান্য মাসুম ইমামগণ ইসলামরে উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং জ্ঞান-বজ্ঞিানরে প্রচার ও প্রসারে অতুলনীয় ব্যক্তবির্গ ;যাদরে প্রত্যকেইে ইসলামরে আকাশে অত্যুজ্বল নক্ষত্ররে ন্যায় দীপ্তমান।[1]

কাউসাররে অর্থসমূহ বর্ণনা করতে গয়িে নজিামুদ্দনি নশিাপুরী সরাসরি হযরত ফাতমিা যাহরা) আঃ (এর নাম নয়িে এসছেনে এবং তাঁকে মহানবীর) সাঃ (বংশরে কন্দ্রিস্থল হসিবে উল্লখে করছেনে। মহানবীর)সাঃ (বংশরে ধারাবাহকিতা হযরত ফাতমিা যাহরা) আঃ (থকেে বলওে স্বীকার করছেনে।[2] দওেবন্দীরা হযরত ফাতমিা যাহরার) আ (:নাম নয়িে আসে না। তবে বষিয়বস্তুর দকি থকেে এ বষিয়রে প্রতি ইশারা করছে। আবুল আলা মওদুদী স্বীয় তাফসীরে এ বষিয়ে লখিছেনে, "বরং একজন কন্যা সন্তান হযরত ফাতমিা যাহরার) আঃ (মাধ্যমে মহানবীর) সাঃ (বংশধারাকে বদি্যমান রাখা হয়ছে, যারা পৃথবিীর সকল জায়গায় বদি্যমান এবং তাদরে সকল কৃতত্বি হযরত ফাতমিা যাহরার) আঃ (সাথে সম্পৃক্ত।"[3] খ্যাতনামা সুন্নী মুফাসসরি মোহাম্মদ শাফওি নাযলিরে প্রক্ষোপট সংক্রান্ত রওেয়ায়তেরে প্রতি ইঙ্গতি করছেনে য, মহানবীর) সাঃ (বংশধারার বদি্যমানতা হযরত ফাতমিা যাহরার) আঃ (মাধ্যমে বহাল

1। ফাখরুদ্দীন রাজী প্রণীত তাফসীরুল কাবীর, খণ্ড ৩২, পৃ. ১২৪

2। নজিামুদ্দীন নশিাপুরী প্রণীত গারায়বেুল কোরআন ,খণ্ড ৬, পৃ. ৫৭৬

3। আবুল আলা মওদুদী প্রণীত তাফহীমুল কোরআন, খণ্ড ৬ পৃ. ৪৯৩

রয়ছে।[1] মাক্কী নাসরেী কাউসার সম্পর্কে আলে মোহাম্মাদ তথা মহানবীর) সাঃ (বংশধরকে ইঙ্গতিসূচকভাবে উল্লখে করে এ বষিয়টকিে এড়য়িে যাবার চষ্টো করছেনে। কাউসার এর অর্থ হসিবে আহলে বাইতকে গ্রহণ করার পাশাপাশি হক্বরে পথে আহলে বাইতকে কয়িামত অবধি বরিাজমান থাকার বষিয়টি স্বীকার করছেনে।

কাসমেী কাউসারকে আধক্যি অর্থে গ্রহণ করছেনে এবং এ আধক্যি বলতে হযরত ফাতমিা যাহরার) আঃ (বংশধারার আধক্যিকে বুঝয়িছেনে।[2] শানক্বতিী কাউসাররে অনকে অর্থ বর্ণনার এক পর্যায়ে আবতার (ابتر) নর্বিংশ শব্দটরি সংক্ষপ্তি ব্যাখ্যার পর এই সত্যরে দকিে ইঙ্গতি দয়িে উল্লখে করছেনে -এখানে আল্লাহ রাসূলক)ে সা (.স্বীয় কন্যা ফাতমিা যাহরার) আ (.মাধ্যমে তার বংশধারার ধারাবাহকিতার সুসংবাদ দয়িছেনে। এছাড়াও আহলে সুন্নাতরে অন্যান্য তাফসীরে যমেন; আল-বাহরুল মাদীদ, তাফসরিে বায়যাভী, তাইসরিুত তাফসরি, হাশয়িাতুল ক্বানাভী, তাফসরিে আবি সাউদ, রুহুল মায়ানী কাউসাররে অর্থ হসিবে মহানবীর) সাঃ (সন্তানগণকে উল্লখে করছে। উল্লখেতি সুন্নী মনীষীবর্গরে প্রত্যিটি তাফসীরে কাউসাররে অর্থ হসিবে হযরত ফাতমিা যাহরাক)ে আঃ (ও তার সন্তানাদকিে স্বীকার করছেনে। এদকি থকেে বুঝা যায় য,ে উপরোক্ত অভমিত ও ব্যাখ্যা কাউসাররে জন্য সবচয়েে উপযুক্ত ও যৌক্তকি তাফসরি হসিবে ববিচেতি। আয়াতরে ভাবধারা ,সূরা কাউসার নাযলিরে প্রক্ষোপট ও শানে নুযুল এবং এ সংক্রান্ত রওেয়ায়াতসমূহও বশিষে গুরুত্বরে সাথে উপরোক্ত অভমিতকইে সমর্থন কর।ে

খ্যাতনামা মুফাসসরে আল্লামা তাবাতাবায়ি এ সূরার তাফসীরে উল্লখে করনে, যদি সন্তানাদি কংিবা বংশধারার বষিয়টি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বর্ণতি না হত, তাহল

1। মুহাম্মাদ সাফী প্রণীত তাফসীরে মায়ারফেুল কোরআন ,খণ্ড ৮, পৃ. ৮৩৮

2। মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন কাসমেী প্রণীত তাফসীরুল কাসমেী ,খণ্ড ৯, পৃ.৫৫৫

﴿أَنَّ شانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ﴾

(নশি্চয় তোমার শত্রুরাই নর্িবংশ।[1]) এ আয়াতে أَنَّ বা নশি্চয় শব্দটি উল্লখেরে কোন প্রয়োজনই ছলি না। কনেনা নশি্চয় শব্দটি কোন বষিয়রে নশি্চয়তা দানরে পাশাপাশি সটেরি কারণ ও প্রতশি্রুতরি প্রতওি ইঙ্গতি দয়ো হয়। সুতরাং এহনে উক্তরি কোন অর্থই রাখে না য,ে বলা হব-ে আমি তোমাকে হাউজে কাউসার দান করছে,ি কনেনা তোমার বরিোধীরা নর্িবংশ।[2]

ইবনে আবলি হাদদি মুতাযলেী ইমাম আলী ইবনে আবু তালবি) আঃ (থকেে একটি হাদীস বর্ণনা করছেনে ;যার মাধ্যমে কাউসার সম্পর্কে উপস্থাপতি অনকে অভমিতরে যথাযথ জবাব দওেয়া সম্ভব। কারণ ইমাম আলী ইবনে আবী তালবি) আঃ (ছলিনে সুরা কাউসার নাজলিরে প্রত্যক্ষদর্শী। তনিি আমর ইবনে আসকে তোর পত্ররে জবাবে) কনে তনিি নজিরে ঔরসজাত ইমাম হাসান ও হুসাইনকে মহানবীর) সাঃ (সন্তান মনে করতনে (বলছেনে, যদি এই দুজন মহনবীর) সাঃ (সন্তান না হয়, তাহলে মহানবী) সাঃ (আবতার বা নর্িবংশ হবনে, যা তোমার বাবা মহানবী) সাঃ (সম্পর্কে ভাবতো।[3] এই রওেয়ায়াতটি যে বষিয়টি প্রমাণ করে তা হলো, যে ব্যক্তি মহানবীকে) সাঃ (আবতার বা নর্িবংশ বলতো সে ছলি আমর ইবনে আসরে পতিা। সে প্রতনিয়িত মহানবীকে) সাঃ (এভাবে কষ্ট দতিো। এমন অপবাদ আরোপ প্রমাণ করে য,ে মহানবীর) সাঃ (বংশরে সাথে এই বংশরে শত্রুতা শুধু তাঁর সন্তানদরে সাথে শত্রুতা দ্বারাই শষে হবে না। বরং প্রত্যকে যুগইে এদরে উত্থান হব।ে মহান আল্লাহ ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনরে) আ (:মাধ্যমে তাঁর প্রয়ি নবীকে) সাঃ (আবতার বা

1। সূরা কাউসার, আয়াত নং ৩।
2। আল্লামা তাবাতাবায়ী প্রণীত তাফসীরে আল মযিান, খণ্ড ২০, পৃ. ৬৩৮
3। ইবনে আবলি হাদীদ প্রণীত শারহে নাহজুল বালাগা, খণ্ড ২০, পৃ. ৩৩৪

সন্তানহীনতার অপমান থেকে মুক্ত করেছেন। অর্থা যদি ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন) আ (:না থাকতেন, তাহলে মহানবী) সাঃ (নিঃসন্তান হতেন। এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, কাউসার হচ্ছে আহলে বাইতের তথা হযরত ফাতিমা যাহরা) আঃ (ও তাঁর নিষ্পাপ সন্তানগণ। মহানবীর) সাঃ (বংশধারা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব ও হযরত ফাতিমা যাহরা) আঃ (এর ঔরসে অব্যাহত রয়েছে। মহানবী) সাঃ (নিজেও সরাসরি স্পষ্টভাবে হযরত ফাতিমা যাহরার) আঃ (সন্তানদের বাবা ভাবতেন। যেমনভাবে ঐতিহাসিক মুবাহিলার ঘটনায় তিনি ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনকে) আ (: স্বীয় সন্তানদ্বয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।[1]

এখানে বিশেষ গুরুত্বের বিষয় হচ্ছে যে, কোরআন একটি পথ নির্দেশক গ্রন্থ এবং এ আসমানি কিতাবে এমন কোন সূরা বা আয়াত নেই যা সরল পথ নির্দেশক নয় কিংবা বিশেষ বার্তা বহন করে না। সেই সাথে প্রতিটি আয়াত ও সূরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে অনুসরণ করে। সুরা কাউসার নাযিলের প্রেক্ষাপট হিসেবে মহানবীর) সাঃ (সন্তানদের মৃত্যু নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু মহানবীর) সাঃ (সন্তানদের মৃত্যুর সাথে হেদায়াতের সম্পর্ক কি? পূর্ববর্তী নবীগণও) আ (:তাঁদের পুত্র সন্তান হারিয়েছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ সে ব্যাপারে কোনো আয়াত বা সূরা নাযিল করেন নি।

প্রকৃত বিষয় হলো- কাফেরেরা মহানবীর) সাঃ (সন্তানহীনতাকে বাহানা হিসেবে ব্যবহার করে তার রিসালাতের দায়িত্বের ক্ষেত্রে তাঁকে মানসিকভাবে দুর্বল করার অপচেষ্টা করতো। আর কাফিররা এটা ভেবে খুশি হতো যে, মহানবীর) সাঃ (ওফাতের পর তাঁর দ্বীন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কারণ তাঁর পর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কেউ নেই। মহান আল্লাহ তাদের জবাবে বলেন নি যে, আমি আমার নবীকে) সাঃ (পুত্র সন্তান দান করেছি।

1। জালালুদ্দীন সিয়ুতি প্রণীত তাফসীরে দুররুল মানসুর ,খণ্ড ২, পৃ. ২৯

বরং বলছেনে, আমি আমার নবীকে) সাঃ (আল-কাউসার দান করছেি যা কয়িামত পর্যন্ত আমার দ্বীনরে যম্মিাদার হবে। সইে সাথে এ কন্যা সন্তানরে মাধ্যমে বংশ পরম্পরা নীতকিে পরবির্তন করছেনে। অতঃপর মহানবীর) সাঃ (বংশরে বাতি হসিবেে পুত্র সন্তানরে স্থলে হযরত ফাতমিা যাহরাকে) আঃ (প্রতষ্ঠিা করছেনে।

সুতরাং দুনয়িাতে কাউসাররে প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, হযরত ফাতমিা যাহরা)আঃ (এবং তাঁর গর্ভজাত মাসুম ইমামগণ) আ(:| আবার কটে কটে এই বষিয়কে অনকে বস্তিৃত করছেনে। তারা মহানবীর) সাঃ (বংশধারায় সকল সন্তানদকিে বুঝয়িছেনে। তবে পবত্রি কো·ারআন, হাদীস ও মানবকি দৃষ্টতিে এহরে অভমিত বা ধারণা মো·াটওে সঠকি নয়। কারণ ইতহিাস পর্যালো·াচনা করলে দখো যায় য,ে অনকে সাইয়্যদে নানাবধি অন্যায় ও অবধৈ কাজে জড়তি হয়ছেনে। এমনকি আজকরে যুগে হংিস্র হায়নোর মতো· কাজ করা দায়শেরা তথা আইএসরে অনকে সদস্য নজিদেরেকে সাইয়্যদে বলে দাবি কর।ে এটা কি করে সম্ভব য,ে এহনে হংিস্রতা ও মানবাধকিার লংঘন করওে তারা কাউসার এর অর্থ, উপমা বা দৃষ্টান্ত হবে !আর এ জন্যই মহান আল্লাহ তা'আলা পবত্রি কো·ারআনে হযরত নূহরে) আঃ (ছলেরে ঘটনা বর্ণনা করছেনে।[1] হযরত নূহরে) আঃ (ছলেে ঈমান না আনার কারণে তাঁর বংশধারা থকেে বরে হয়ে গছে।ে তার সাথে হযরত নূহ) আ (:নবীর নবুয়্যাত ও রসোলতরে কো·ান সম্পর্ক নইে। আল্লাহ তাকে হযরত নূহরে)আ (:সন্তানদরে পুত্রত্ব হতে আলাদা করনে ন।ি বরং তাঁর বংশধর (اهل) থকেে বরে করে দয়িছেনে। অর্থা□ রক্তরে সম্পর্ক বহাল থাকলওে ঈমানি ,আদর্শগত ও আধ্যাত্মকি দকি থকেে কো·ান সম্পর্ক নইে। মানুষ রক্তরে সম্পর্করে মাধ্যমে নাজাত বা মুক্তি লাভ করে না। বরং ঈমানী সম্পর্করে মাধ্যমে নাজাত বা মুক্তি লাভ করে এবং সম্মান ও মর্যাদার অধকিারী হয়।

1। এখানে সূরা হুদরে ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতরে প্রতি ইশারা করা হয়ছে।ে

মহানবীর) সাঃ (সোথে মানুষরে ঈমানী সম্পর্ক যতই মজবুত ও গভীর হবে, ততই তারা মহানবীর) সাঃ (সোথে সান্নধি্য লাভ করবে এবং তার নকিট্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। হযরত ফাতমিা যাহরার) আঃ (দাসী ফজি্জার মতো মর্যাদা দ্বতিীয় কউে অর্জন করতে পারে না। হযরত সালমান ফারসী) রাঃ (গভীর আধ্যাত্মকিতা অর্জনরে মাধ্যমে মহানবীর)সাঃ (আহলে বাইত পর্যন্ত পৌঁছছে। অনুরূপভাবে কাউসার দ্বারা মহানবীর) সাঃ (সন্তান বলতে তাদরেকইে বুঝান হয়ছে যারা তাঁর সাথে রক্তরে সম্পর্ক ছাড়াও ঈমান ও আকদিাগত দকি থকেওে মজবুত ও সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখব, যে সন্তানরা ইমামতরে নতেৃত্ব দবিে এবং রসিালাতরে লক্ষ্য ও উদ্দশে্যকে অব্যাহত রাখব। মহান আল্লাহ কয়িামত পর্যন্ত উম্মতরে নতেৃত্বকে মহানবীর) সাঃ (বংশধররে উপর সোপর্দ করছেনে। আর তা হচ্ছে একজন কন্যা সন্তানরে মাধ্যম। মরিাজ সফররে কারণগুলোর অন্যতম একটি হলো মহানবীকে) সাঃ (এমন একজন কন্যা সন্তান দান করা।[1]

কাউসাররে আরও কছিু অর্থ

সুন্নী মাযহাবরে তাফসরিগুলোতে উপরোক্ত অর্থগুলো ছাড়াও কাউসাররে আরো কছিু অর্থ বর্ণতি হয়ছে ;যমেন: তাওহীদ, নবুয়্যাত ও কোরআন, সাহাবীদরে আধক্যিতা, ওহী, ইলম, নামাজ, কালমিা, শরীয়তরে সরলতা, কুরবানী, ইসলাম, মুজজিাসমূহ, আলমেগণ, মাকামে মাহমুদ, দাওয়াত কবুল, মহ□ কাজসমূহ ইত্যাদি। এসব অভমিতগুলোর মধ্যে কোনটওি মহানবী) সাঃ (পবত্রি আহলে বাইতরে মাসুম ইমামগণ) আ (. এমনকি একজন সাহাবীর বর্ণনা কংিবা মতামতরে সাথে মোটওে সম্পৃক্ত নয়। বরং এহনে অভমিতগুলো ব্যক্তগিবষেণা ও কল্পনাপ্রসূত ,কাজইে সগেুলোর কোন বধৈতা নইে।

অনুরূপভাবে এগুলো কাউসাররে তাফসরিরে সাথে কোন প্রকার

1। জালালুদ্দীন সয়িুতি প্রণীত তাফসীরে দুররুল মানসুর, খণ্ড ৫, পৃ. ২১৮

সম্পর্ক রাখে না এবং সূরা কাউসারের শানে নুযুল ও এ প্রেক্ষিতে বর্ণিত রেওয়ায়তেসমূহের সাথে আদৌ কোন ধরনের অসামঞ্জস্যতা খুজে পাওয়া যায় না। এটা কিভাবে সম্ভব যে, ইসলামের শত্রুরা মহানবীকে) সাঃ (আবতার বা নির্বংশ বলে সম্বোধন করবে, আর আল্লাহ তাদের এহেন ধৃষ্টতার জবাবে বলবেন, আমি আপনাকে নবুয়্যাত, কোরআন, মুজিযা, দ্বীনী জ্ঞান, ইসলাম বা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দিয়েছি !!!এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে আদৌ কোন সম্পর্ক ও সম্পৃক্ততা নেই।

অবশ্যই আবতার (ابتر) ও কাউসার (کوثر) এ দুটি বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে। কিন্তু এ কাংখিত সম্পর্ক উপরোক্ত অভিমতগুলোর মাঝে দেখা যায় না। শুধু তাই নয় ,বরং এ অভিমতগুলো সূরা কাউসারের শানে নুযুলের সাথে সম্পর্কহীন এবং শানে নুযুল সম্পর্কিত রেওয়ায়তেগুলোরও বিপরীত। আল্লাহ মহানবীকে)সাঃ (কাউসারের বিশেষত্ব সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় কেউ এ বিষয়ে মহানবীর) সাঃ (সাথে অংশীদারিত্ব রাখে না। কিন্তু উপরোক্ত অর্থগুলোর) কাউসারের অন্যান্য উপমাগুলো (অনেক কিছুই মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলদের মধ্যে অন্যান্যদেরকেও দিয়েছেন। সুতরাং, অনুরূপ কিছু দেওয়াতে মহানবীর) সাঃ (জন্য বিশেষ কোন কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নেই। বরং কাউসার সম্পর্কে এহেন ব্যাখ্যা ও তাফসির হলো সম্পূর্ণ নিজস্ব গবেষণামূলক তাফসীর। আর ইসলামের দৃষ্টিতে যেকোন সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য–প্রমাণ ছাড়াই কোরআনের আয়াতের মনগড়া তাফসীর করে, তাহলে সে ও বিপথগামী ও জাহান্নামী।[1]

নিঃসন্দেহে এ ধরনের তাফসির পবিত্র কোরআনের বাণীকে হালকাভাবে নেয়ার দোষে দুষ্ট। আর এমনটি মুসলিম সমাজের জন্য মারাত্মক আশনি সংকেত হিসেবে বিবেচিত। বানোয়াট ও মনগড়া দলিল উপস্থাপন, রূপক অর্থ তৈরি, জাল হাদীস ও রেওয়ায়তে বর্ণনা এবং

1। ফাখরুদ্দীন রাজী প্রণীত মাফাতিউল গাইব, খণ্ড ৭, পৃ. ১৪৮

কাল্পনকি কচ্ছো-কাহনিী তুলে ধরার মাধ্যমে পবত্রি কো·রআনরে আয়াত বা সূরার মনগড়া কথতি তাফসীর ;একদকিে এ আসমানি কতিাবরে প্রতি চরম অপমাননা এবং অপর দকিে কো·রআনরে সুউচ্চ বাণী ও মর্মার্থকে হালকাভাবে নয়োর শামলি। আর এ বষিয়টি সূরা কাউসাররে তাফসীররে ক্ষত্রেওে পরলিক্ষতি হয়।

উপসংহার

সূরা কাউসার নাযলিরে পরবিশে, নাযলিরে প্রক্ষোপট সংক্রান্ত রওেয়ায়াত, আয়াতরে ভাবধারা এবং আমর ইবনে আসরে জবাবে ইমাম আলী ইবনে আবী তালবি) আঃ (থকেে বর্ণতি তাফসীরী রওেয়ায়াতরে ভত্তিতিে বলা যায় য,ে কাউসার বলতে নবী নন্দনী হযরত ফাতমিা যাহরাকে) আঃ (বুঝান হয়ছেে এবং তারই পবত্রি সত্বা ও অস্তত্বিই হচ্ছে আল কাউসার। যনিি ছলিনে হদোয়তেরে মধ্যমণি ও এগার জন মাসুম ইমাম ও মহানবীর) সাঃ (স্থলাভষিক্তিদরে সম্মানীতা জননী। আর এ যো·ক্তকি ও তথ্যনর্িভর তাফসীর গ্রহণ করলে কাউসাররে শাব্দকি তথা আভধিানকি অর্থ সঠকি থাকব।ে তবে অন্যান্য অর্থ যমেন; বহেশেতরে ঝর্ণা ও হাউজ যা শুধুমাত্র পরকালীন বষিয়রে সাথে সম্পর্কতি ও পরকালীন অর্থ গ্রহণ করে থাক,ে তা আয়াতরে প্রকৃত তাফসরি ও কাউসাররে প্রকৃত ও সামগ্রকি অর্থ প্রকাশ পায় না। অপর দকিে অফুরন্ত কল্যাণরে অর্থটওি আল্লাহর পক্ষ থকেে মহানবীর) সাঃ (প্রতি দানকৃত কাউসাররে বশিষেত্বরে সাথে বপৈরত্যি সৃষ্টি করে এবং তা আদৌ গ্রহণযো·গ্য নয়। অন্যান্য অর্থও আয়াতরে তাফসীররে সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং আয়াতরে মূল ভাবধারা, নাযলিরে প্রক্ষোপট সংক্রান্ত রওেয়ায়াত এবং হাদীসরে বশিুদ্ধতা নরিূপণে কোরআনকে মানদণ্ড হসিবেে গ্রহণরে নয়িমরে সাথে কো·নরূপ সম্পৃক্ততা রাখে না ও পরস্পর বরিো·ধী।

সূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১- আল কো·রআন

২- ইবনে আবলি হাদীদ প্রণীত শারহে নাহজুল বালাগা, আয়াতুল্লাহ

মারআশি নাজাফী লাইব্রেরী প্রকাশনী, কোম ইরান।

৩- ইবনে আবি হাতাম প্রণীত তাফসীরুল কোরআনুল কারীম, মাকতাবাতুল আসরিয়া প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

৪- আহমাদ ইবনে আজিবাহ প্রণীত আল বাহরুল মাদীদ ফী তাফসীরুল কোরআনুল মাজীদ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

৫- আবু হাইয়ান আন্দলুসী প্রণীত আল বাহরুল মুহিত, দারুল কুতুবুল ইলমী প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

৬- আহমাদ বিন হাম্বল আবু আব্দুল্লাহ প্রণীত ফাজায়েলুস সাহাবাহ, মোয়াসসেসেহে রেসালাহ প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

৭- মাহমুদ আলুসী প্রণীত রুহুল মায়ানী ফী তাফসীরুল কোরআনুল আজীম, ইনতেশারাতে জাহান প্রকাশনী, তেহরান, ইরান।

৮- বাহরানী প্রণীত আল বোরহানুল ফী তাফসীরুল কোরআন, মোয়াসসেসে আল আলামী লিল মাতাবুয়াত প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

৯- ইসমাইল বোখারী প্রণীত সহীহ আল বোখারী, দার ইবনে কাসীর প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

১০- ইসমাঈল হাক্কী প্রণীত তাফসীরুল রুহুল মায়ানী, দারুল তুরাস আল আরাবী প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

১১- আলাউদ্দীন আলী বিন মুহাম্মাদ বাগদাদী প্রণীত আল বাবুল তাবীল ফী মায়ানিত তানজীল, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

১২- নাসেরুদ্দীন বেইজাভী প্রণীত তাফসীরুল বেইজাভী, দারুল ফিকর প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

১৩- ইবরাহীম বোকায়ী প্রণীত নাজমুত্ দোউর, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

১৪- আব্দে আলী বিন জুমআ আরুসী হোয়াইজি প্রণীত তাফসীরে নুরুল সাকালাইন, ইনতেশারাতে ইসমালিয়ান প্রকাশনী, কোম ইরান।

১৫- ইসমাঈল ইবনে কাসীর দামেশকি প্রণীত তাফসীরুল কোরআনুল আজীম, দারুল মায়ারেফাহ প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

১৬- মাহমুদ হাসান দেউবন্দী প্রণীত তাফসীরে কাবলী, নাশরে এহসান প্রকাশনী, তেহরান, ইরান।

১৭- ফাখরুদ্দীন রাজী প্রণীত তাফসীরুল কাবীর, দারুল ফকির প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

১৮- মাহমুদ জামাখশারী প্রণীত আল কাশশাফ আন হাকায়েকে গাওয়ামেযুত তানযীল, দারুল মায়ারেফাহ প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

১৯- ইবরাহীম সামারকান্দী প্রণীত তাফসীরে সামারকান্দী, দারুল ইলমিয়া প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

২০- জালালুদ্দীন সিয়ুতী প্রণীত তাফসীরে দুররুল মানসুর, দারুল ফকির প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

২১- মুহাম্মাদ সাফী প্রণীত তাফসীরে মায়ারেফুল কোরআন, এদারেহে আল মায়ারেফে প্রকাশনী, করাচী, পাকিস্তান।

২২- মুহাম্মাদ আমীন শানকাইতী প্রণীত আজ'য়া আল বায়ান ফী ইজাহুল কোরআন বিল কোরআন, দারুল ইলমিয়া প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

২৩- শেখে সাদুক মুহাম্মাদ বিন আলী বিন বাবুয়ে কুম্মী প্রণীত আল খেসাল, জামেআ মুদার্‌রেসীন কর্তৃক প্রকাশিত, কোম, ইরান।

২৪- মুহাম্মাদ হুসাইন তাবাতাবায়ী প্রণীত তাফসীরে আল মিযান, দপ্তারে ইনতেশোরাতে ইসলামী প্রকাশনী, কোম ইরান।

২৫- ফাজল বিন হাসান তাবারসী প্রণীত তাফসীরে জামেউল জামে, তেহেরান ভার্সিটির প্রকাশনী, তেহেরান, ইরান।

২৬- ফাজল বিন হাসান তাবারসী প্রণীত আল বায়ান ফী তাফসিরিল কোরআন, ইনতেশোরাতে নাসেরে খসরু প্রকাশনী, তেহেরান, ইরান।

২৭- ইবনে জারীর তাবারী প্রণীত জামেউল বায়ান, দারুল ফকির প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

২৮- ফাখরুদ্দীন তুরাইহী প্রণীত মাজমাউল বাহরাইন, মুরতাজাভী প্রকাশনী, তেহেরান, ইরান।

২৯- মুহাম্মাদ বিন হাসান তুসী প্রণীত আত তীবইয়ান ফী তাফসীরুল কোরআন, দার আহইয়াউর তুরাস প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

৩০- মোল্লা মোহসেনে ফাইজে কাশানী প্রণীত তাফসীরে সাফী, ইনতেশোরাতে সাদর প্রকাশনী, তেহেরান, ইরান।

৩১- মুহাম্মাদ তাহরেুল কাদরেী প্রণীত মায়ারফেুল কাউসার, মনিহাজুল ক·োরআন পাবলকিশেন্স, লাহ·োর, পাকস্তিান।

৩২- মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন কাসমেী প্রণীত তাফসীরুল কাসমেী, দারুল কুতুবুল ইলময়িা প্রকাশনী, বরৈুত, লবোনন।

৩৩- আহমাদ কুরতুবী প্রণীত আল জামে ফী আহকামুল ক·োরআন, দার আহইয়াউর তুরাস প্রকাশনী, বরৈুত, লবোনন।

৩৪- আলী ইবনে ইবরাহীম কুম্মী প্রণীত তাফসীরে কুম্মী, দারুল কতিাব প্রকাশনী, ক·োম, ইরান।

৩৫- মুহাম্মাদ বাকরে মজলসি প্রণীত বহিারুল আনওয়ার, দারুল ওফা প্রকাশনী, বরৈুত, লবোনন।

৩৬- হাসান মুস্তাফাভী প্রণীত আত তাহককি ফী কালামাতুল ক·োরআনুল কারীম, তরজমা ও নাশরে কতিাব প্রকাশনী, তহেরান, ইরান।

৩৭- নাসরে মাকারমে শরিাজী প্রণীত তাফসীরে নমুনা, দারুল কুতুবুল ইসলামীয়্যাহ প্রকাশনী, তহেরান, ইরান।

৩৮- মুহাম্মাদ মাক্কী নাসরেী প্রণীত আত তাইসীর ফী আহাদীসতি তাফসীর, দারুল আগরাবুল ইসলামী প্রকাশনী, বরৈুত, লবোনন।

৩৯ –নজিামুদ্দীন নশিাপুরী প্রণীত গারায়বেুল ক·োরআন ,দারুল কুতুবুল ইলময়িা প্রকাশনী, বরৈুত, লবোনন।

৪০- আবুল আলা মওদুদী প্রণীত তাফহীমুল ক·োরআন, তারজুমানুল ক·োরআন প্রকাশনী, লাহ·োর, পাকস্তিান।

৪১- নজিামুদ্দীন নশিাপুরী প্রণীত গারবিুল ক·োরআন, দারুল কুতুবুল ইলময়িা প্রকাশনী, বরৈুত, লবোনন।

৪২- আবলি হাসান আলী ওয়াহদেী প্রণীত আস–বাবুল নুযুল, দারুস সাকাফাতুল ইসলামীয়্যাহ প্রকাশনী, রয়িাদ, স·ৌদি আরব।

৪৩- নুরুদ্দীন মসিামী প্রণীত মাজমাউল জাওয়দে ওয়া মানবাউল ফাউয়ায়দে, দারুল কুতুবুল আরাবী প্রকাশনী, বরৈুত, লবোনন।